মন্ত্রিসভারঅর্থনৈতিকবিষয়সংক্রান্তকমিটি

২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত “বস্ত্র বয়ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা নির্মাণে প্রকল্প” গ্রহণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সায়

Posted On: 21 DEC 2017 11:33AM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে বস্ত্র বয়ন ক্ষেত্রে নতুন দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প গ্রহণে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। “বস্ত্র বয়ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা নির্মাণে প্রকল্প (এসসিবিটিএস)” শীর্ষক এই প্রকল্পের মেয়াদ হবে ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০পর্যন্ত, আর এর জন্য বরাদ্দ ১,৩০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে জাতীয় দক্ষতা সংক্রান্তযোগ্যতা কাঠামোর মান্যতাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকবে এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ সংক্রান্ত মন্ত্রকের বিজ্ঞাপিত সাধারণ নিয়মাবলী অনুসারে এর তহবিল যোগানোর ব্যবস্থা থাকবে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে, সংগঠিত বস্ত্র বয়ন ও ঐ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য মন্ত্রকের প্রয়াসকে উৎসাহ যোগানোর উদ্দেশ্যে চাহিদা-নির্ভর কর্মসংস্থান-ভিত্তিক দক্ষতা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা : সনাতন ক্ষেত্রেবস্ত্র বয়ন মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রীয় বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধি ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো এবং দেশ জুড়ে সমাজের সব অংশের মানুষের জীবন-জীবিকার সংস্থান করা।

এই দক্ষতা সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলি নিম্নলিখিতভাবে রূপায়িত হবে :

i. বস্ত্র বয়ন শিল্প/ইউনিটের মাধ্যমে ঐ সংস্থার অভ্যন্তরে কর্মীবল সংক্রান্ত চাহিদা মেটাতে;

ii. বস্ত্র বয়ন ক্ষেত্রের খ্যাতনামা যে সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বস্ত্র বয়নশিল্প/কারখানার সঙ্গে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত যোগাযোগ আছে, তাদের মাধ্যমে;

iii. বস্ত্র বয়ন মন্ত্রক/রাজ্য সরকারের যে সব প্রতিষ্ঠানের বস্ত্র বয়নশিল্প/কারখানার সঙ্গে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত যোগাযোগ আছে তাদের মাধ্যমে।

এই প্রকল্পে নিম্নলিখিত কৌশল গ্রহণ করা হবে :

a) বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার যে সব ফাঁক চিহ্নিত হয়েছে সেই অনুযায়ী দক্ষতা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা-ভিত্তিক কাজ যেমন, প্রবেশ পর্যায়মূলক পাঠক্রম, দক্ষতাবৃদ্ধি/দক্ষতার পুনরুজ্জীবন, আগে অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা বিকাশ।

b) অংশ-ভিত্তিক/কাজের ভূমিকা ভিত্তিক দক্ষতার চাহিদা যা বিভিন্ন সময়স্তরে শিল্পের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে।

c) এই কর্মসূচি রূপায়ণের প্রতিটি দিক সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে ওয়েব-ভিত্তিকতদারকির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

d) হ্যান্ডলুম, চারুকলা, পাট, সিল্ক প্রভৃতি সনাতনী ক্ষেত্রে দক্ষতার চাহিদাকে বিশেষ প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নয়নের পরউদ্যোগ বিকাশের জন্য ‘মুদ্রা’ ঋণ সংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে।

e) ফলাফল পরিমাপযোগ্য করে তুলতে স্বীকৃত মূল্যায়ন সংস্থা দ্বারা সফল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও শংসায়ন করা হবে।

f) শংসায়নপ্রাপ্ত প্রশিক্ষার্থীদের অন্তত ৭০ শতাংশকে মজুরি-ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হবে। নিয়োগ-পরবর্তী নজরদারি এই প্রকল্পে বাধ্যতামূলক।

g) এই ক্ষেত্রে মহিলাদের উচ্চ মাত্রার কর্মসংস্থানের সুযোগ স্বীকার করেনিয়ে, শিক্ষণ-পরবর্তী পর্যায়ের অংশীদার সবক’টি প্রতিষ্ঠানকে কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি (নিবৃত্তি, নিবারণ ও প্রতিকার) আইন, ২০১৩-র নির্দেশ মতো অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি) গঠন করতে হবে।

দেশ জুড়ে গ্রামীণ, প্রত্যন্ত, বামপন্থী উগ্রপন্থা-পীড়িত,উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জম্মু-কাশ্মীর সহ সর্বত্র সমাজের সব অংশের সুবিধার জন্য এই প্রকল্প রূপায়িত হবে যাতে চিহ্নিত কাজের জন্য দক্ষতার ব্যবস্থা করা যায়। তপশিলি জাতি,উপজাতি, ভিন্নভাবে সক্ষম, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য বিপন্ন গোষ্ঠী সহ নানা ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দ্বাদশ যোজনাকালে বস্ত্র বয়নমন্ত্রক এর আগে দক্ষতা বিকাশে যে সব কর্মসূচি নিয়েছে সেখানে ১০ লক্ষেরও বেশিমানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে আবার ৭০ শতাংশের বেশি হলেন মহিলা। পোশাকশিল্পের একটা বড় অংশই যেহেতু এই প্রকল্পের আওতায় আসছে যেখানে প্রধানত মহিলাদেরই নিয়োগ করা হয়ে থাকে (প্রায় ৭০ শতাংশ), সেই প্রবণতা নতুন প্রকল্পেও চালু থাকবে বলেআশা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পে বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিভিন্ন অংশের ১০ লক্ষ মানুষের দক্ষতাবৃদ্ধি ও শংসায়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে ১ লক্ষ হবে সনাতনী ক্ষেত্রে।

সুসংহত দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দু’বছরে চালু করা হয়েছিল ২৭২ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ। এর মধ্যে সরকারি অবদান ছিল ২২৯ কোটি টাকা আর এক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই প্রকল্পে ১৫ লক্ষ মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য১,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

(Release ID: 1513555) Visitor Counter : 5